# ব্রি ধান৭৩

ধান চাষ সমৃদ্ধি আনে

ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

ব্রি ধান৭৩

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৭৩ এর কৌলিক সারি নং- IR78761-B-SATB1-28-3-24। উক্ত কৌলিক সারিটি সাতক্ষীরার লবণাক্ত অঞ্চলে প্রচলিত প্রজনন পদ্ধতিতে কৌলিক বাছাই (Pedigree selection) এর মাধ্যমে চুড়ান্ত কৌলিক সারি নির্বাচন করা হয়। এ কৌলিক সারিটি গবেষণাগারে ও দেশের বিভিন্ন লবণাক্ততা প্রবণ অঞ্চলে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং কৃষকের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাত নির্বাচন প্রক্রিয়ায় আমন মৌসুমে ব্রি ধান৫৩ জাতের চাষাবাদ উপযোগী এলাকায় ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় ২০১৪ সালে জাত হিসাবে ছাড়করণের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- আমন মৌসুমের উপযুক্ত লবণাক্ততা সহনশীল ধানের জাত ।
- অধিক ফলনশীল।
- ডিগপাতা খাড়া এবং গাছের উচ্চতা ১২০-১২৫ সে. মি।
- কোন কোন দানার (Spikelet) অগ্রভাগে শুং দেখা যেতে পারে।
- চালের আকার মাঝারি চিকন, সাদা এবং ভাত ঝরঝরে ।
- ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২১.২ গ্রাম।
- চালে এমাইলোজের পরিমাণ ২৭.০%।

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৭৩ এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো চারা অবস্থায় ১২ ডিএস/ মি. (৩ সপ্তাহ পর্যন্ত) লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। উপরন্ত এ জাতটি অংগজ বৃদ্ধি থেকে প্রজনন পর্যায় পর্যন্ত লবণাক্ততা সংবেদনশীল সকল ধাপে (Salt sensitive stages) ৮ ডিএস/ মি. মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করে ফলন দিতে সক্ষম। জাতটির জীবনকাল কম হওয়ায় উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চলে ফসল কর্তনের পর মধ্যম উঁচু থেকে উঁচু জমিতে সূর্যমূখী ও লবণ সহনশীল/পরিহারকারী (escaping) সরিষা আবাদের সুযোগ তৈরী হবে।

জীবন কাল

এ জাতের গড় জীবন কাল ১২০-১২৫ দিন।

ফলন

উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে হেক্টর প্রতি গড়ে ৪.৫ টন ফলন পাওয়া যায়। তবে লবণাক্ততার মাত্রাভেদে হেক্টর প্রতি সর্বনিম্ন ২.১ টন এবং কম লবণাক্ততায় সর্বোচ্চ ৬.১ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

## চাষাবাদ পদ্ধতি

চাষাবাদ পদ্ধতি

এ ধানের চাষাবাদ অন্যান্য উফশী আমন ধানের জাতের মতই। মাঝারি উঁচু থেকে উঁচু জমি এ ধান চাষের জন্য উপযুক্ত।

১. বীজ তলায় বীজ বপন: বীজ বপনের উপযুক্ত সময় হলো ০১ জুলাই থেকে ৩০ জুলাই অর্থাৎ আষাঢ়ের ১৭ তারিখ থেকেশ্রাবণের ১৫ তারিখের মধ্যে।

২. চারার বয়স: ২৫-৩০ দিন।

৩. চারার সংখ্যা: প্রতি গুছিতে ২/৩ টি।

৪. রোপন দুরত্ব: ২০ সে.মি. × ১৫ সে.মি.।

৫. সার ব্যাবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)

| ৫.১ ইউরিয়া | টিএসপি | এমপি | জিপসাম | জিংক সালফেট |
|---|---|---|---|---|
| ২৪ | ১০ | ১২ | ১৩.৩ | ১.৩ |

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় টিএসপি, অর্ধেক এমপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট একসাথে প্রয়োগ করা উচিত। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা রোপনের ১০-১৫ দিন পর ১ম কিস্তি, ৩০ দিন পর ২য় কিস্তি এবং কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। বাকী অর্ধেক এমপি সার শেষ কিস্তি ইউরিয়ার সাথে প্রয়োগ করতে হবে। জিংকের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিংক সালফেট এবং সালফারের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিপসাম ইউরিয়ার মত উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

৬. আগাছা দমন: রোপনের পর অন্তত ৩৫-৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৭. সেচ ব্যবস্থাপনা: থোড় অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত রস বা পানি রাখতে হবে।

৮. রোগ বালাই দমন: ব্রি ধান৭৩ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণে বালাই নাশক প্রয়োগ করা উচিৎ।

৯. ফসল পাকা ও কাটা: ০১-৩০ নভেম্বর ধান কাটার উপযুক্ত সময়।

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd